দেশে ফিরলেন হামজা, বিমানবন্দরে সমর্থকদের ভিড়

হামজা চৌধুরী। বাংলাদেশে ফুটবলে নতুন এক সম্ভাবনার নাম। দেশের একমাত্র ফুটবলার হিসেবে যার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই তিনি এবার লাল-সবুজের জার্সি গায়ে তুলতে দেশে ফিরেছেন। সোমবার পৌনে ১২ টায় দেশের মাটিতে পা রাখেন হামজা।

জানা যায়, বাংলাদেশ সময় রাত দু’টায় বাংলাদেশ বিমানের ম্যানচেস্টার থেকে সিলেট ফ্লাইটে রওনা হন হামজা। বিমানবন্দরে হামজা ও তার পরিবারকে বরণ করে নিতে এয়ারপোর্টে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল বাফুফের ৭ জন নির্বাহী সদস্য। যারা হামজাকে বিমানবন্দরে ফুল দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন।

এদিকে বাফুফে কর্তাদের ছাড়াও হামজাকে বরণ করতে বিমানবন্দরে হাজির হয়েছেন সিলেটের বাসিন্দারা। হামজার আগমনকে কেন্দ্র করে সাজানো হয়েছে তার বাড়ি। বাড়ির সামনে গেইট করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ছাদখোলা গাড়িতে করে বাড়ি ফিরবেন হামজা। পথে ভক্তদের ভালোবাসায় সিক্ত হবেন তিনি।

বাফুফের সূত্রে জানা যায়, আগামী ২৫ মার্চ বাংলাদেশের হয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে হামজার। সেই অনুযায়ী হামজা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজনেস ক্লাসে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে রওনা হয়েছেন। এরপর বিশ্রাম শেষে বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দেবেন তিনি। এরপর সব ঠিক থাকলে মাঠে নামবেন ভারতের বিপক্ষে। যা দেখার অপেক্ষায় এখন লাখো ফুটবলপ্রেমী।

হার দিয়ে বাবর-রিজওয়ান পরবর্তী

যুগের শুরু পাকিস্তানের

স্কোয়াডে ব্যাপক পরিবর্তনই আনা হয়েছিল। বাবর আজম আর মোহাম্মদ রিজওয়ানের মতো তারকার দল থেকে বাদ দিয়েছিল পিসিবি। তাদের ছাড়াও অবশ্য টি-টোয়েন্টিতে ভালো করতে পারেনি পাকিস্তান।

নিউজিল্যান্ড তাদের শক্তিমত্তার প্রমাণ রেখে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে নয় উইকেটের বিশাল জয় তুলে নিয়েছে। রোববার হ্যাগলি ওভালে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে কিউইরা সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল।

অভিজ্ঞতা-সংকটে থাকা সালমান আগার নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান দল মাত্র ৯১ রানে অলআউট হয়ে যায়, যা নিউজিল্যান্ডের জন্য ছিল সহজ টার্গেট। ৯১ রানের এই লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে টিম সাইফার্ট ও ফিন অ্যালেন শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং করেন, পাওয়ারপ্লেতেই ৫৩ রানের জুটি গড়েন তারা।

সাইফার্ট ২৯ বলে ৪৪ রান করে আবরার আহমেদের বলে আউট হলেও, অ্যালেন ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন। টিম রবিনসন ১৮ রান করেন এবং মাত্র ১১ ওভারেই কিউইদের জয় নিশ্চিত করেন।

পাকিস্তানের ব্যাটিং বিপর্যয়ের সঙ্গে বোলিংয়েও ছিল হতাশা। কেবল আবরার আহমেদ একটি উইকেট নিতে সক্ষম হন, বাকিরা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেননি। অন্যদিকে, নিউজিল্যান্ডের বোলাররা শুরু থেকেই বিধ্বংসী ছিল, কাইল জেমিসন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন।

পাকিস্তানের ইনিংস শুরুতেই ধসে পড়ে। মাত্র ১ রানেই তারা হারায় তিনটি উইকেট। জেমিসন মোহাম্মদ হারিসকে শূন্য রানে ফেরান, ইরফান খান মাত্র ১ রান করে বিদায় নেন, আর অভিষিক্ত হাসান নওয়াজ দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে যান। ৫ ওভারের মধ্যে পাকিস্তান স্কোরবোর্ডে মাত্র ১১ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে।

কাপ্তান সালমান ও খুশদিল শাহ পঞ্চম উইকেটে ৪৬ রানের জুটি গড়লেও, তা যথেষ্ট ছিল না। খুশদিল ৩২ রান করেন, যেখানে তিনটি ছক্কা ছিল, তবে জ্যাকব ডাফির শিকার হয়ে বিদায় নিলে পাকিস্তান ৬৪-৬ এ পরিণত হয়।

পরবর্তী উইকেটগুলো দ্রুতই পড়ে যায়, আর ৯১ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। অভিষিক্ত আবদুল সামাদ, জাহানদাদ খান ও শাহীন আফ্রিদি

কোনো প্রতিরোধ গড়তে পারেননি।

নিউজিল্যান্ডের জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন জ্যাকব ডাফি, যিনি ৪টি উইকেট তুলে নেন। জেমিসন ৩টি ও ইশ সোধি ২টি উইকেট নেন, আর ফক্স একটি উইকেট নিয়ে নিউজিল্যান্ডের দাপুটে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেন।

সূত্র: যুগান্তর

ব্রাজিলের দুঃখ নেইমার, খেলা হচ্ছে না আর্জেন্টিনার বিপক্ষে

বর্তমান সময়ে ব্রাজিলের সবচেয়ে সেরা ফুটবলার নেইমার। সেই তিনিই এখন রীতিমতো ব্রাজিলের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। চোট যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না এই ফুটবলারের। ১৬ মাস পর ব্রাজিল দলে ফিরলেও শেষ পর্যন্ত মাঠে নামা হচ্ছে না এই তারকার। তার আগেই ফের চোটে পড়েছেন তিনি।

ব্রাজিলের হয়ে আগামী সপ্তাতেই বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে কলম্বিয়া ও আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল নেইমারের। সেই লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। সান্তোসে ফিরে সময়টাও ভালো কাটছিল তার। কিন্তু হঠাৎই ফের চোটে পড়েছেন এই ফরোয়ার্ড। যে কারণে এখন আসন্ন এই ম্যাচ দুটিতে খেলা হচ্ছে না তার।

নেইমারের জায়গায় দলে ডাকা হয়েছে রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড এনদ্রিককে। এই তরুণ কতটা মেলে ধরতে পারেন নিজেকে, নেইমারের অভাব পূরণ করতে পারেন কতটা; সেটাই এখন দেখার।

নেইমার ব্রাজিলের হয়ে সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে। উরুগুয়ের বিপক্ষে ম্যাচে চোট পাওয়ার পর এক বছরের বেশি সময় তিনি মাঠের বাইরে ছিলেন। যে কারণে তার সঙ্গে নতুন করে চুক্তিতে যেতে আগ্রহ দেখায়নি সৌদি আরবে তার ক্লাব আল হিলাল। অতিরিক্ত চোট প্রবণ হওয়ায় নেইমারকে নিয়ে আগ্রহ কমেছে ইউরোপিয়ান

ক্লাবগুলোরও। যে কারণে একরকম বাধ্য হয়েই শৈশবের ক্লাব সান্তোসে ফিরতে হয়েছে তাকে। তবে সেই যাত্রাটাও সুখকর হলো কই। ক্লাবটির হয়ে ৭ ম্যাচ খেলেই চোটে পড়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ আমেরিকান বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ১২ রাউন্ড শেষে পয়েন্ট তালিকায় ৫ নম্বরে আছে ব্রাজিল। বৃহস্পতিবার ব্রাসিলিয়ার গারিঞ্চা স্টেডিয়ামে দলটি খেলবে কলম্বিয়ার বিপক্ষে। এরপর বুয়েনস এইরেসে গিয়ে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ম্যাচ ২৬ মার্চ।

সূত্র: যুগান্তর

মাহমুদউল্লাহকে সম্মান জানাল আইসিসি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছেন মাহমুদউল্লাহ। বুধবার ফেসবুকে এক বার্তায় দেশের তারকা এই ব্যাটার জানান, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাঠ চুকিয়ে ফেলেছেন তিনি। এখন তাকে দেখা যাবে কেবলই ঘরোয়া ক্রিকেটে। ফেসবুকে এমন ঘোষণার পর থেকেই মাহমুদউল্লাহকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে তার সতীর্থ ও অনুরাগীরা। এবার ক্রিকেটের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও সম্মান পেলেন মাহমুদউল্লাহ।

আইসিসি ইভেন্টে বাংলাদেশের অন্যতম পারফর্মার মাহমুদউল্লাহকে বিদায় বেলায় সম্মান জানিয়েছে আইসিসি। ৩৯ বছর বয়সি এই ক্রিকেটারকে বিদায়ী সম্মান স্বরূপ একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে আইসিসি। যেখানে ২০১৫ বিশ্বকাপে অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরির পর শূন্যে উড়াল দিয়ে মাহমুদুল্লাহকে উদযাপন করতে দেখা গেছে।

আইসিসির প্রকাশিত ওই ভিডিওতে দেখা যায়, গ্যালারির উদ্দেশ্যে উড়ন্ত চুমু ছোড়েন মাহমুদউল্লাহ। মাহমুদউল্লাহর বিদায় বেলায় তার সেই কীর্তি সবাইকে দেখিয়ে বিশেষ সম্মান জানিয়েছে আইসিসি। যার ক্যাপশন দিয়েছে, ‘বাংলাদেশের হয়ে ওয়ানডে খেলা মাহমুদউল্লাহর কাছে বিশেষ কিছু।’

উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেঞ্চুরিটাই মাহমুদউল্লাহর প্রথম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। একই বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেছেন তিনি। এরপর ওয়ানডেতে আরও দুটি সেঞ্চুরি করেছেন। সেই দুটিও এসেছে আইসিসি ইভেন্টে।

মাহমুদুল্লাহ ২০০৭ সালে অভিষেকের পর অবসর ঘোষণার আগে দেশের হয়ে ৫০ টেস্ট, ২৩৯ ওয়ানডে ও ১৪১ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের জার্সিতে ৪৩০ ম্যাচ খেলে মাহমুদউল্লাহ করেছেন ১১০৪৭ রান। ১৮ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে ৩১.৮৩ গড়ে ব্যাটিং করেছেন। ৯ সেঞ্চুরির পাশাপাশি রয়েছে ৫৬ ফিফটি।

সূত্র: যুগান্তর

রাফিনিয়ার জাদুতে শেষ আটে বার্সেলোনা

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে বেনফিকার মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছিল বার্সেলোনা। যদিও ব্যবধান ছিল কম, তবে সেই জয় কাতালান ক্লাবটিকে শেষ আটের পথে এগিয়ে রেখেছিল।

দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে আরও উজ্জ্বল বার্সেলোনা। ৩-১ গোলের জয় নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে হানসি ফ্লিকের দল। ম্যাচে ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া দুটি গোল করে জয়ের নায়ক হন। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে বিদায় করেছে বার্সা।

মঙ্গলবার (১১ মার্চ) রাতে ১১ মিনিটেই প্রথম গোল করে বার্সাকে এগিয়ে দেন রাফিনিয়া। কিন্তু এক মিনিট পরেই নিকোলাস ওটামেন্ডির গোলে সমতায় ফেরে বেনফিকা।

২৭ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের গোল বার্সেলোনাকে আবার এগিয়ে নেয়, ২-১। এরপর ৪২ মিনিটে রাফিনিয়া নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন, যা বার্সেলোনার বড় জয় নিশ্চিত করে।

বার্সেলোনা এই জয়ের ফলে শেষ আটে জায়গা করে নিলো, যেখানে তাদের অপেক্ষা করছে আরও কঠিন প্রতিপক্ষ।

সূত্র: ইত্তেফাক

ভারতকে হারাতে বাংলাদেশ দলে যোগ দিলেন ইতালি প্রবাসী ফুটবলার

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে নিজেদের শক্তি আরও বাড়াল বাংলাদেশ। সবশেষ বাংলাদেশ দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন ইতালি প্রবাসী ফাহামেদুল ইসলাম।

আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল সৌদি আরবে বাংলাদেশ দলের বিশেষ প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দেবেন ইতালির সেরি ডিতে খেলা এই ফরোয়ার্ড। হয়েছেও তাই। নির্ধারিত সময়েই বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন ফাহামেদুল। এখন ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে কোচ হাভিয়ের কাবরেরার কৌশলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে দুই সপ্তাহ সময় পাবেন তিনি।

এর আগে, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) জানিয়েছিল, ১০ মার্চ ক্যাম্পে যোগ দিতে পারেন ফাহামেদুল। হয়েছেও তাই। সোমবার রাতে আনুষ্ঠানিকভাবে ওলবিয়া কালসিওর ১৮ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ডের বাংলাদেশ দলে যোগ দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সৌদি আরবে ক্যাম্প শেষে দেশে ফিরে ভারতে রওনা হবে বাংলাদেশ দল। আগামী ২৫ মার্চ শিলংয়ে এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ভারতের মুখোমুখি হবে কাবরেরার দল। সেই ম্যাচটি সামনে রেখে এখন বর্তমানে সৌদি আরবে নিবিড় অনুশীলন করছে দল।

৩০ জনের ক্যাম্পে এখনও যোগ দেননি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা একমাত্র বাংলাদেশি ফুটবলার হামজা চৌধুরী। শেফিল্ড ইউনাইটেডে খেলা ইংল্যান্ড প্রবাসী এই মিডফিল্ডার আগামী ১৭ বা ১৮ মার্চ দলে

যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। এরপর সব ঠিক থাকলে ভারতের বিপক্ষে অভিষেক হবে হামজার। যা দেখার অপেক্ষায় এখন বাংলাদেশি ফুটবলপ্রেমীরা।

সূত্র: যুগান্তর

রোহিতদের ‘আনসাং হিরো’ তিনি

জয়ীদের অনেক নায়ক থাকে। ভারত দলেও আছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মিশন শেষে নায়কের তালিকা করলে সবার ওপরে থাকবেন বিরাট কোহলি, এরপর রোহিত শর্মা। কেউ কেউ বরুণ চক্রবর্তীর নাম বলবেন। কেউ শোনাবেন হার্ষিত রানা কিংবা কুলদীপ যাদবের কথা। কিন্তু একজন এমন আছেন, যিনি নিরবে খেলে গেছেন। প্রশংসা যা পাবার তা তো পায়নি, উল্টো সমালোচিত হয়েছিলেন। রোহিত ব্রিগেডে তিনি আনসাং হিরোও।

বলা হচ্ছে কেএল রাহুল তথা লোকেশ রাহুলের নাম। ভারতে শিরোপা ঘরে তোলার মিশনে আনকোরা থেকেছেন। উইকেটের পেছনে নীরবে সামলে গেছেন দায়িত্ব। ব্যাটিংয়ে যখন সুযোগ এসেছে, দলকে দিয়েছেন উজাড় করে। তবুও তাকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছিল না, রান পাচ্ছেন না। দলকে শেষদিকে দ্রুত জেতাতে কার্যকর ব্যাটিংটাও নাকি হচ্ছে না।

রোববার দুবাইয়ে সব সমালোচনার জবাব এক তুড়িতে উড়িয়েছেন রাহুল। রোহিত শর্মার ৭৬ রান ছাপিয়ে গেছে তার ত্রিশ ছাড়ানো রানে। বিপদে দলের হাল ধরেছেন, লড়েছেন এবং শিরোপা জিতিয়েই তবে ফিরেছেন। সদ্য শেষ হওয়া আসরে একটাও ফিফটি নেই রাহুলের। সমালোচনাটা সেই জায়গায়। তবে ৫ ম্যাচের চারবারেই রাহুল ছিলেন অপরাজিত। দলকে জিতিয়ে তবেই ফিরেছেন। অথচ তার একাদশেই থাকার কথা ছিল না। ঋশভ পান্ত ছিলেন উইকেটকিপার হিসেবে প্রথম চয়েজ। তবে রাহুল তার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে বুঝিয়েছেন, কেন তিনি দলে।

ট্রফির মিশনে রাহুল প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ছিলেন ৪১ রানে। বাংলাদেশের পর নিউজিল্যান্ডের বোলাররাও তাকে আউট করতে পারেনি। গ্রুপ পর্বে কিউইদের বিপক্ষে করেন ২৩ রান। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে থাকেন ৪২ রানে অপরাজিত। ফাইনালে ৩৪ রানে নট আউট। ছয় নম্বরে নেমে মোটে ১৪০ রান। সেমির পর ফাইনালেও দলকে

টেনেছেন প্রশস্ত কাঁধে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, ‘আনসাং হিরো।’ অর্থাৎ নীরব নায়ক। রাহুলও তাই। শুধু ব্যাট নয়, অস্থায়ী উইকেটকিপার হিসেবে উইকেটের পেছনেও ছিলেন সমান পারদর্শী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে পাঁচটি ক্যাচ নেওয়ার পাশাপাশি একটি স্ট্যাম্পিংও করেছেন। রাহুলকে দুহাত ভরে দিয়েছেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। দলে জায়গাটাও আপাতত পাকা হচ্ছে। এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে মূল নায়ক হওয়ার পালা। রাহুলের বিশ্বাস তিনি পারবেন।

সূত্র: যুগান্তর

বাড়তি সুবিধা নয় বরং ভারতের ক্ষতি হয়েছে, দাবি গাঙ্গুলীর

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একক দল হিসেবে নিজেদের সবগুলো ম্যাচ দুবাইয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে ভারত। যাকে বাড়তি সুবিধা হিসেবে উল্লেখ্য করে এর সমালোচনা করছে বাকি দলগুলো। তবে একে কোনোভাবেই বাড়তি সুবিধা মানতে নারাজ সৌরভ গাঙ্গুলী। বরং এর জন্য ভারতের ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি সাবেক ভারতীয় অধিনায়ক ও বিসিসিআইপ্রধান সৌরভ গাঙ্গুলীর।

রোহিত শর্মার দলের পাকিস্তানে না যাওয়াটাকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে বলে দাবি সৌরভের। তিনি বলেন, ‘ভারত নিজেদের ইচ্ছায় সব ম্যাচ দুবাইয়ে খেলতে রাজি হয়নি! তারা পাকিস্তানে যেতে পারছে না, ভারতের সরকার অনুমতি দিচ্ছে না। এজন্য খেলতে হচ্ছে (দুবাইয়ে)। এটা তো ভারতীয় দলের হাতে নেই। ব্যাপারটি তো এমনই।’

এবার কেবল দুবাইয়ে খেললেও আগের দুটি আইসিসি আসরে ভারত অনেক ভ্রমণ করেছে। আর সেখানে সাফল্যও পেয়েছে। যে কারণে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একটি নির্দিষ্ট ভেন্যুর সুবিধা নিয়ে সাফল্য পাচ্ছে ভারত সেটা বলার সুযোগ নেই বলে মনে করেন সৌরভ।

সাবেক এই অধিনায়ক বলেন, ‘ভারত দেশের মাঠের বিশ্বকাপে ৯টি ভিন্ন

শহরে খেলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছে ৮টি (আদতে ৫টি) ভিন্ন শহরে খেলে। ভারত দুবাইয়ে খেলার কোনো ব্যাপার এখানে নেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমার মনে আছে, ২০০৩ বিশ্বকাপে অধিনায়ক ছিলাম আমি, তখন জিম্বাবুয়েতে সফরে যায়নি ইংল্যান্ড। তারা জিম্বাবুয়েকে পয়েন্ট দিয়ে দিয়েছে, কারণ সেখানে গিয়ে খেলবে না। কাজেই সব দেশেরই নিজস্ব ধরন আছে সবকিছুর এবং আমার মনে হয়, পাকিস্তান সফরে না যাওয়ায় ভারতীয় দল ও সরকারের কোনো ভুল এখানে নেই।’

পাকিস্তানের এই আসর আয়োজনের পেছনে নিজের ভূমিকারও কথাও তুলে ধরেন সাবেক এই বিসিসিআইপ্রধান। বলেন, ‘আমার মনে আছে, আমি যখন বিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলাম ২০২০ সালে, তখন আমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক করেছিলাম পাকিস্তানকে। ২০৩১ পর্যন্ত সব বৈশ্বিক আসরের ভেন্যু ঠিক করার গ্রুপের অংশ ছিলাম আমি। ভারতে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৯ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও ২০৩১ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে। এটা তো ভারত নিজে করেনি। তাদের পাকিস্তানে যাওয়ার উপায় নেই।’

পাকিস্তানে খেলতে না পেরে যে ভারতীয় ব্যাটারদের ক্ষতি হয়েছে সেটাও জানান গাঙ্গুলী। বলেন, ‘আমি বলতে পারি, বিরাট কোহলি, রোহিত শার্মা, কেএল রাহুল, শ্রেয়াস আইয়ারের মতো ব্যাটসম্যানদের বরং খারাপ লাগছে লাহোর ও করাচির মতো উইকেটে খেলতে না পেরে, অন্য দলগুলি যেখানে ৩৫০ রান তুলছে। ইংল্যান্ড সাড়ে তিনশ করেছে, অস্ট্রেলিয়া তাড়া করে জিতেছে। নিউজিল্যান্ড ৩৬০ করেছে। দুবাইয়ে সেখানে ২৪০-২৫০ রান হচ্ছে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কোহলি, রোহিত, শ্রেয়াস, শুবমান গিলরা ভাবছে, ‘দুবাইয়ে অমন উইকেট কেন পেলাম না আমরা! পেলে তো তিন-চারটি সেঞ্চুরি হয়ে যেত। পাকিস্তানের যেতে না পেরে বরং ভারতই সুযোগ হারাচ্ছে নিষ্প্রাণ উইকেটে খেলার।’

সূত্র: যুগান্তর

ফাইনালের আগে রোহিতকে কড়া কথা শোনালেন গাভাস্কার

আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামবে ভারত। রোহিত শর্মার হাতে আরও একটি শিরোপা দেখার স্বপ্ন বুনছে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমিরা। এবার সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে অধিনায়ক রোহিতকে কড়া কথা শুনিয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার।

এবারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে এখনো জ্বলে উঠতে পারেননি রোহিত। টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত রোহিতের সর্বোচ্চ ইনিংস ৪১ রানের, বাংলাদেশের বিপক্ষে। এই অবস্থায় ফাইনালে রোহিতকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। যা নিয়েই এবার রোহিতকে কড়া কথা শুনিয়েছেন গাভাস্কার।

গাভাস্কার বলেন, ‘যদি ও (রোহিত শর্মা) ২৫ ওভারও ব্যাট করে, ভারতের স্কোর পৌঁছে যাবে ১৮০-২০০ রানে। ভেবে দেখুন, ওরা যদি সেই সময় গোটা দুই উইকেট হারায়, শুধু ভেবে দেখুন ওরা কী করতে পারে। ওরা ৩৫০ বা তার বেশি রানে পৌঁছে যেতে পারে। যা নিয়ে রোহিতের ভাবা দরকার। আপাদমস্তক আগ্রাসী ক্রিকেট খেলা একটা ব্যাপার, কিন্তু ২৫-৩০ ওভার ব্যাট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কোথাও একটু বিচক্ষণতা থাকতে হবে। যদি ও সেটা করে ফেলতে পারে, প্রতিপক্ষের থেকে ম্যাচ বের করে নিয়ে চলে যাবে। এ ধরনের প্রভাকেই বলা হয়, ম্যাচ জয়।’

রোহিতের অল্পতে সন্তুষ্টি নিয়ে গাভাস্কার বলেন, ‘আমি মনে করি, একজন ব্যাটার হিসাবে, সে ২৫-৩০ করে রান করেই খুশি? তা হওয়া উচিত নয়। এটাই আমি ওকে বলব। সাত, আট ও নয় ওভার থাকার পরিবর্তে সে যদি ২৫ ওভার পর্যন্ত টিকে যাও, তাহলে দলে তার প্রভাব আরও বেশি হবে।’

সূত্র: যুগান্তর

২ যুগের সেই আক্ষেপ ঘোচাতে পারবে ভারত?

২০০০ সাল, কেনিয়ার নাইবোরি। জিমখানা ক্লাব গ্রাউন্ড দর্শকে টইটুম্বুর। ভারতের পক্ষে গলা ফাটাচ্ছিলেন হাজারও সমর্থক। উচ্ছ্বাস জারি থাকল ম্যাচের প্রথম কয়েক ঘণ্টা। শেষ এক ঘণ্টায় নাইবোরির স্টেডিয়ামটিতে পিনপতন নিরবতা। ততক্ষণে ভারতকে নক আউট করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড।

সেই দিন থেকে আজ মাঝে কেটে গেছে দুই যুগ। আইসিসির নক আউট টুর্নামেন্টটির নামে পরিবর্তন এসেছে। বদল এসেছে ফরম্যাটে। ২৫ বছর পর বদলে যাওয়া ক্রিকেটে আবারও দুই প্রতিদ্বন্দ্বি এক মঞ্চে উপস্থিত। তিনদিন পর দুবাইয়ে কিউইদের বিপক্ষে শিরোপার লড়াইয়ে নামবে ভারত। আক্ষেপ ঘোচানোর কিংবা রোহিত শর্মাদের এবার সেইদিনের বদলা নেওয়ার মঞ্চ।

পাকিস্তান ও আরব আমিরাতে বসা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুর্দান্ত ধারাবাহিক ভারত। নিউজিল্যান্ডও দেখাচ্ছে দোর্দণ্ডপ্রতাপ। তবে এবারের আসরে তারা রোহিতদের কাছেই দেখেছে একমাত্র হার। তাছাড়া কন্ডিশন, শক্তিমত্তা কিংবা পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেও ভারত এগিয়ে।

তবে এই আসরে ভারতকে শিরোপা খরা দিয়েছিল নিউজিল্যান্ডই। ২০০০ সালের টুর্নামেন্টের হিসাব-নিকাশ ছিল এমন—যারা হারবে তারাই ফিরবে বাড়ি। ভারত শেষ পর্যন্ত টিকে ছিল। কেনিয়ায় বসা টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচেই তারা হারায় স্বাগতিকদের। এরপর সৌরভ গাঙ্গুলিদের কাছে একে একে পরাস্ত হয় অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে শিরোপার মঞ্চে পারেনি টিম ইন্ডিয়া।

অধিনায়ক সৌরভের সেঞ্চুরির আর শচীন টেন্ডুলকারের ফিফটিতে আড়াইশ ছাড়ানো সংগ্রহ পায় ভারত। দারুণ লড়াইও চালায়। কিন্তু সব মাটি করে দেন ক্রিস কেইর্নস। তার দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে ভর করেই ১৬৪ রানের লক্ষ্য টপকে যায় ব্ল্যাক ক্যাপসরা। সেই হারের ক্ষত এখনও তরতাজা। যদিও ভারত ২০১৩ সালে এই টুর্নামেন্ট জিতেছিল। তবে বদলা নেবার সুযোগ এবার।

রোহিত শর্মারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নাইবোরি আর ফিরতে দিতে চান না মোহাম্মদ শামি-বিরাট কোহলিরা। আট জাতির টুর্নামেন্ট নেমেছে

দুদলের লড়াই। এবার যারা জিতবে, তাদের হাতেই উঠবে শিরোপা।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম প্রস্তুত। প্রস্তুত রোহিত ব্রিগেডও। তাদের রুখতে প্রত্যয়ী মিচেল স্যান্টনারের দলও। পঞ্চাশ ওভারের লড়াইয়ের যা অপেক্ষা। ৯ মার্চ বদলা কিংবা আক্ষেপ বাড়ানোর দিন।

সূত্র: যুগান্তর